সততার কোন বিকল্প নেই দুর্নীতির সাথে আপোষ নহে।
সহজ শর্তে কৃষি ঋণ বদলে যাবে সবার দিন।

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক
ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট নীতিমালা-২০২০

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়

২৭২, বনলতা বাণিজ্যিক এলাকা, বিমান বন্দর রোড, সপুরা, রাজশাহী

www.rakub.org.bd

প্রধান উপদেষ্টা	:	**জনাব এ.কে.এম সাজেদুর রহমান খান** ব্যবস্থাপনা পরিচালক
উপদেষ্টা	:	**জনাব মোহাম্মদ ইদ্রিছ** উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক **জনাব জি এম রুহুল আমিন** মহাব্যবস্থাপক (পরিচালন) পরিচালন মহাবিভাগ
সার্বিক সমন্বয়কারী	:	**জনাব মোঃ মহববত আলী বিশ্বাস** সহকারী মহাব্যবস্থাপক (বিভাগীয় দায়িত্বে) শাখা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ।
প্রকাশকাল	:	২৯ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ ১৫ আষাঢ়, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
প্রকাশনায়	:	**শাখা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ** রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক প্রধান কার্যালয় ২৭২, বনলতা বাণিজ্যিক এলাকা বিমানবন্দর রোড, সপুরা, রাজশাহী টেলিফোন : +৮৮-০২৪৭-৮৬০৫১৯ ই-মেইল : dgmbcd@rakub.org.bd ওয়েব সাইট : www.rakub.org.bd

প্রকা/শানিবি-৭১/২০১৯-২০২০/১৭৭৫ (৪০১) তারিখ: ২৯.০৬.২০২০

সকল জোনাল ব্যবস্থাপক
ব্যবস্থাপক, ঢাকা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা
ব্যবস্থাপক, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, রাজশাহী
সকল শাখা ব্যবস্থাপক
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।

বিষয়: রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট নীতিমালা-২০২০ প্রণয়ন প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়

ব্যাংকিং ব্যবসা প্রতিনিয়তই নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে যুগোপযোগী ব্যাংক ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে তহবিল ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ব্যাংকের ব্যবসায়িক পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় অন্য ব্যাংকের উপর নির্ভরশীল তহবিল ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে নিজস্ব তহবিল ব্যবস্থাপনার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। অন্য ব্যাংকে চলতি/এসএনডি হিসাব খুলে প্রয়োজন অনুযায়ী তহবিল জমা এবং উত্তোলনের মাধ্যমে তহবিল আদান-প্রদান করার প্রচলিত ব্যবস্থা এ ব্যাংকের ব্যবসায়িক বিকাশ ও সমৃদ্ধির জন্য মোটেও সহায়ক নয়। বিদ্যমান ব্যবস্থায় লেনদেন পরিচালনায় শাখাসমূহ বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে।

০২। একটি স্বতন্ত্র ব্যাংক হিসেবে রাকাবের নগদ তহবিল পরিবহন, স্থানান্তর বিষয়ে নিজস্ব ব্যবস্থাপনার বিষয়টি একান্ত অপরিহার্য। ব্যাংক ব্যবস্থাপনা বিষয়টি অনুধাবন করে ব্যাংকের স্বকীয়তা রক্ষা, গ্রাহকের আস্থা সৃষ্টি এবং ব্যাংকের ভাবমূর্তি উন্নয়নে সময়োপযোগী একটি ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট নীতিমালা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

০৩। ব্যাংক ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে এতদ্বিষয়ে গঠিত কমিটি ০৬ পাতা বিশিষ্ট ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট নীতিমালা প্রণয়নপূর্বক পর্ষদ সভায় উপস্থাপন করলে তা পর্ষদের ২৮ এপ্রিল ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত ৫১৩ তম সভায় অনুমোদিত হয়।

০৪। **'রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট নীতিমালা-২০২০'** সকলের অবগতি ও অবিলম্বে কার্যকর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরামর্শ দেয়া হলো।

অনুমোদনক্রমে-

আপনার বিশ্বস্ত

(মোঃ মহববত আলী বিশ্বাস)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক (বিভাগীয় দায়িত্বে)

প্রকা/শানিবি-৭১/২০১৯-২০২০/১৭৭৫ (৪০১)/২৫ তারিখ: ঐ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত হলো:
০১। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০২। স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৩। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৪। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৫। মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের স্টাফ অফিসার, রাকাব, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী/রংপুর।
০৬। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক সচিব/বিভাগীয় প্রধান, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৭। বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, রাকাব, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, রাজশাহী রংপুর।
০৮। সকল জোনাল নিরীক্ষা কর্মকর্তা, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।
০৯। অধ্যক্ষ, রাকাব, প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রাজশাহী।

(মোঃ রাশেদুল ইসলাম)
মুখ্য কর্মকর্তা।

\\DESKTOP-S747QJ9\Computer-2\Feeding Branch\Letter_Guideline.doc

ভূমিকা

সুষ্ঠু ব্যাংক ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে তহবিল ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য। ব্যাংকের ব্যবসায়িক পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় অন্য ব্যাংকের উপর নির্ভরশীল তহবিল ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে নিজস্ব তহবিল ব্যবস্থাপনার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি ব্যাংকে চলতি/এসএনডি হিসাব খুলে প্রয়োজন অনুযায়ী তহবিল জমা এবং উত্তোলনের মাধ্যমে তহবিল আদান-প্রদান করার প্রচলিত ব্যবস্থা ব্যবসায়িক বিকাশ ও সমৃদ্ধির জন্য মোটেও সহায়ক নয়। একটি স্বতন্ত্র ব্যাংক হিসেবে রাকাবের নগদ তহবিল পরিবহন, স্থানান্তর বিষয়ে নিজস্ব ব্যবস্থাপনার বিষয়টি একান্ত অপরিহার্য। ব্যাংকের স্বকীয়তা রক্ষা, গ্রাহকের আস্থা সৃস্টি এবং ব্যাংকের ভাবমূর্তি উন্নয়নে তহবিল ব্যবস্থাপনার বিষয়টি গুরুত্বের সংগে বিবেচিত হয়েছে।

সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে রাকাবে Real Time Online Banking (CBS) বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে প্রধান কার্যালয়, সকল জেলা শাখাসহ ৮৬টি শাখায় CBS এর আওতায় Online ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু হয়েছে। ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে এ কার্যক্রম সম্পন্ন করার বিষয়ে লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। CBS বাস্তবায়নে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনসহ প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায় টিকে থাকতে হলে তহবিল ব্যবস্থাপনায় অন্য ব্যাংকের ওপর নির্ভরশীল থাকা সমীচীন নয়। এমতাবস্থায়, এ ব্যাংকের জন্য স্বতন্ত্র ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রস্তাব উপস্থাপন করা হলে পর্ষদ কর্তৃক ২৮ এপ্রিল ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত ৫১৩ তম সভায় **"রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট নীতিমালা ২০২০"** অনুমোদিত হয় যা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত পরিপত্র আকারে [পরিপত্র নম্বর প্রকা/শানিবি-৭১/২০১৯-২০২০/১৭৭৫ (৪০১) তারিখ: ২৯.০৬.২০২০] জারি করা হলো।

অনুমোদিত ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট নীতিমালা অনুযায়ী জেলা সদরে অবস্থিত প্রধান শাখাসমূহ ক্যাশ ফিডিং শাখা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। জোনের অন্যান্য শাখাসমূহ ক্যাশ ফিডিং শাখার সংগে নগদ তহবিল লেনদেনের মাধ্যমে তহবিল ব্যবস্থাপনার কার্য সম্পাদন করবে। জোনাল ব্যবস্থাপকগণ ক্যাশ পরিবহণে স্ব স্ব কার্যালয়ের গাড়ী ব্যবহারসহ এতদ্বিষয়ে সার্বিক সমন্বয় সাধন করবেন। প্রবর্তিত নীতিমালায় ভল্ট লিমিট নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারণ, ফিডিং শাখা ও অন্যান্য শাখার করণীয় বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা রয়েছে। ফিডিং শাখায় ব্যাংকের নিজস্ব নিরাপত্তা কর্মীর পাশাপাশি সশস্ত্র আনসার বাহিনী নিয়োগের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। ভল্ট রুমের নিরাপত্তা বিষয়ে ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা'র যথাক্রমে ২৭ জানুয়ারি ২০১৪ ও ০৫ জুলাই ২০১৫ তারিখের বিআরপিডি সার্কুলার নম্বর-০৩ ও ০৭ এবং অর্থ মন্ত্রণালয়, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিচালনা পর্ষদ ও অধিশাখার ২৩-১২-২০১৪ তারিখের ৫৩.০০১.০৪৪. ০০০০.০০১.২০১৪-৬১২ নম্বর পত্রের সুপারিশসমূহ পরিপালনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ভল্টে রক্ষিত তহবিলের ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য বীমা গঠনেরও প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রণীত নীতিমালা রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক এর স্বাতন্ত্র্য নিশ্চিত করে ব্যাংকের ব্যবসায়িক সমৃদ্ধিতে অবদান রাখবে বলে আমরা আশাবাদী। নীতিমালা প্রণয়নে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সম্মানীয় চেয়ারম্যানসহ সকল সম্মানিত সদস্যের প্রতি ব্যাংক ব্যবস্থাপনার পক্ষ হতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হলো এবং নীতিমালা যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংককে যুগোপযোগীকরণসহ ব্যবসায়িক সমৃদ্ধি অর্জনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণে সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক ও দায়িত্বশীল কর্মোদ্যোগ ও ইতিবাচক ভূমিকা প্রত্যাশা করা হলো।

সূচিপত্র

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
০১।	ক্যাশ ফিডিং শাখা নির্ধারণ	০১
০২।	ক্যাশ পরিবহণ ও মনিটরিং ব্যবস্থা	০২
০৩।	ক্যাশ ফিডিং শাখার জন্য সশস্ত্র আনসার নিয়োগ	০২-০৩
০৪।	ভল্ট লিমিট নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারণ	০৩
০৫।	ব্যাংকসমূহের ভল্টের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ বিষয়ে বিআরপিডি সার্কুলার লেটার-০৩	০৪
০৬।	ব্যাংকের শাখাসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে বিআরপিডি সার্কুলার লেটার-০৭	০৫-০৬

নীতিমালা

ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট নীতিমালা-২০২০

১. এ নীতিমালা রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট নীতিমালা-২০২০ নামে অবহিত হবে।

২. রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট নীতিমালা-২০২০ এর আওতায় নিম্নরূপ বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

২.১ ক্যাশ ফিডিং শাখা নির্ধারণঃ

ক্যাশ ফিডিং শাখা নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে:

ক) জেলা সদরে অবস্থিত প্রধান শাখা ক্যাশ ফিডিং শাখা হিসেবে বিবেচিত হবে;

খ) ক্যাশ ফিডিং শাখা জোনের শাখাসমূহের প্রয়োজনে তহবিল সরবরাহ এবং শাখাসমূহের ভল্ট লিমিট অতিরিক্ত তহবিল জমা গ্রহণ করবে;

গ) ক্যাশ ফিডিং শাখায় তহবিল ঘাটতি/অতিরিক্ত হলে প্রধান কার্যালয় হতে তহবিল গ্রহণ/প্রধান কার্যালয়ে তহবিল প্রেরণ করতে হবে;

ঘ) উপজেলা সদরে রাকাব শাখার নামে সোনালী ব্যাংক/অন্যান্য রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক শাখায় হিসাব পরিচালনা করা যাবে;

ঙ) ফিডিং শাখা ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রেক্ষিতে সকল শাখার নামে বাণিজ্যিক ব্যাংক শাখায় হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা বিলুপ্ত হবে। তবে যথাযথ লজিস্টিক সাপোর্ট নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত উপজেলার অন্যান্য শাখাসমূহ দিনের লেনদেন শেষে তাঁদের ভল্ট লিমিট অতিরিক্ত অর্থ/তহবিল তাৎক্ষণিক নিরাপত্তার অংশ হিসেবে রাকাবের উপজেলা শাখায় জমা দিবে। উপজেলা শাখা পরবর্তী কার্য দিবসে অতিরিক্ত তহবিল ফিডিং শাখায় প্রেরণ করবে;

চ) ক্যাশ ফিডিং শাখা জেলা সদরে অবস্থিত সোনালী ব্যাংকের শাখায় ফিডিং শাখার নামে চলতি/এসএনডি হিসাব সংরক্ষণ করবে। প্রয়োজনে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখাতেও হিসাব সংরক্ষণ করতে পারবে;

ছ) ফিডিং শাখার অতিরিক্ত তহবিল সোনালী ব্যাংক/রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক শাখায় ফিডিং শাখার নামে পরিচালিত চলতি/এসএনডি হিসাবে সংরক্ষণ করবে;

জ) রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের নামে বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী শাখায় পরিচালিত হিসাব ছাড়াও স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, রাজশাহীর নামে বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী শাখায় এবং রংপুর ও বগুড়া কর্পোরেট শাখার নামে যথাক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংক রংপুর ও বগুড়া শাখায় হিসাব পরিচালনা করতে হবে;

ঝ) ক্যাশের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতের নিমিত্ত ফিডিং শাখা নির্বাচনে নিম্নরূপ বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে:

- ফিডিং শাখার অবস্থান (শহর/বাজারের কেন্দ্রস্থলে অবস্থান হওয়া আবশ্যক);
- ব্যাংক শাখা ভবনের উন্নত অবকাঠামো;
- শাখার স্ট্রংরুম এবং ভল্টের প্রকৃতি, আয়তন ও অবস্থা (বাংলাদেশ ব্যাংক এর ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ এর ০৫.০৭.২০১৫ তারিখের বিআরপিডি সার্কুলার নম্বর-০৭ মোতাবেক);
- শাখা হতে নিকটস্থ থানা/পুলিশ ফাঁড়ির দূরত্ব ও টহল ব্যবস্থা;
- আইন শৃংঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের টহলের অবস্থাসহ নিরাপত্তা ব্যবস্থা;
- প্রয়োজনীয় আগ্নেয়াস্ত্র এবং কার্তুজের পরিমাণ;
- দক্ষ ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক নিরাপত্তা কর্মী।

নতুন করে কোন শাখাকে ফিডিং শাখা নির্ধারণ করতে হলে উপরোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে তার পক্ষে কারণ উল্লেখ পূর্বক শাখা, জোনাল কার্যালয় এবং বিভাগীয় কার্যালয়ের সুপারিশসহ প্রস্তাব প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। প্রধান কার্যালয় প্রস্তাবটি পর্যালোচনা করে ব্যবস্থাপনা পরিচালক সমীপে উপস্থাপন করবে। উপযুক্ত বিবেচনায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইহা অনুমোদন করতে পারবেন।

২.২ ক্যাশ পরিবহণ ও মনিটরিং ব্যবস্থা:

ক্যাশ পরিবহণ ও মনিটরিং এর ক্ষেত্রে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে:

ক) ক্যাশ পরিবহণের নিমিত্ত ফিডিং শাখার জন্য ব্যাংকের নিজস্ব গাড়ী ব্যবহার করা যাবে। তবে জরুরী ভিত্তিতে অধিক শাখায় ক্যাশ পরিবহণের ক্ষেত্রে যৌক্তিক প্রয়োজনে প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদনক্রমে ভাড়ায় গাড়ী ব্যবহার করা যাবে;

খ) ক্যাশ পরিবহণে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনে স্থানীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তা গ্রহণ করতে হবে। ফিডিং শাখার জন্য বরাদ্দকৃত গাড়ি শুধু ক্যাশ সংশ্লিষ্ট কাজেই ব্যবহৃত হবে;

গ) ক্যাশ ফিডিং এর জন্য ফিডিং শাখার স্বতন্ত্র গাড়ীর ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট জোনের জোনাল ব্যাবস্থাপক এর গাড়ী ক্যাশ আদান প্রদানের কাজে ব্যবহার করতে হবে। জোনাল ব্যবস্থাপক ক্যাশ ফিডিংকে অগ্রাধিকার দিয়ে শাখার সঙ্গে সমন্বয় করে তাঁর ভ্রমণ/পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন;

ঘ) ফিডিং শাখার ঊর্ধ্বতন ও তদুর্ধ্ব পর্যায়ের এক জন কর্মকর্তা এবং দুই জন সশস্ত্র আনসারের সমন্বয়ে নিজ/ জোনাল কার্যালয়ে গাড়িতে ক্যাশ পরিবহণ কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে;

ঙ) জোনাল ব্যবস্থাপক জোনের সার্বিক তহবিল ব্যবস্থাপনার বিষয়ে মনিটরিং করবেন এবং ক্যাশ ফিডিং শাখাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবেন;

চ) শাখা ব্যবস্থাপক নিয়মিত নগদ অর্থ সরেজমিন পরীক্ষা করবেন। পরীক্ষাকালে শাখায় রক্ষিত প্রতিটি ব্যান্ডিল/ প্যাকেট (ছেঁড়াফাটা নোটসহ) গণনা করে দেখবেন;

ছ) জোনাল ব্যবস্থাপকগণ তাদের অধীনস্থ শাখাগুলির নগদ অর্থ আকস্মিকভাবে তাদের নির্ধারিত পরিদর্শনকালে আবশ্যিকভাবে সরেজমিনে পরীক্ষা করবেন। পরিদর্শন দল পরিদর্শনের সময় শাখায় রক্ষিত প্রতিটি ব্যান্ডিল/ প্যাকেট (ছেঁড়াফাটা নোটসহ) গণনা করবেন;

জ) জোনের শাখার সংখ্যা, ফিডিং শাখা থেকে শাখাসমূহের দূরত্ব এবং ক্যাশ পরিবহণের প্রয়োজনীয়তার বিষয় বিবেচনা করে বাজেট ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণ বিভাগ ফিডিং শাখা ও জোনাল কার্যালয়য়ের জ্বালানী ও মেইনটেন্যান্স বাবদ প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা করবেন;

ঝ) জ্বালানী ও মেইনটেন্যান্স বাবদ প্রয়োজনীয় ব্যয় জোনাল ব্যবস্থাপক অনুমোদন করবেন।

২.৩ ক্যাশ ফিডিং শাখার জন্য সশস্ত্র আনসার নিয়োগ:

ক্যাশ ফিডিং শাখার এবং ক্যাশ পরিবহণে নিরাপত্তার নিমিত্ত নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে:

ক) ক্যাশ ফিডিং শাখার এবং ক্যাশ পরিবহণে নিরাপত্তার নিমিত্ত ফিডিং শাখায় ন্যুনতম ৪ জন সশস্ত্র আনসার সদস্য নিয়োগ করা যাবে;

খ) সশস্ত্র আনসার সদস্যগণ প্রত্যেকে ৮ কর্মঘন্টা হিসেবে রোস্টারিং এর মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করবেন;

গ) ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট এর ক্ষেত্রে নিরাপত্তার বিষয় বিবেচনায় ক্যাশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সশস্ত্র আনসার সদস্যের পাশাপাশি ব্যাংকের নিজস্ব নিরাপত্তা কর্মীসহ প্রয়োজনে স্থানীয় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহযোগিতা নিতে পারবে;

ঘ) ক্যাশ ফিডিং শাখার ভল্টের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ২৭.০১.২০১৪ ও ০৫.০৭.২০১৫ তারিখের বিআরপিডি সার্কুলার নম্বর যথাক্রমে ৩ ও ৭ (সংযুক্তি-'ক' ও 'খ') এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অর্থ মন্ত্রণালয়, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ পরিচালনা পর্ষদ ও সমন্বয় অধিশাখার ২৩ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখের ৫৩.০০১.০৪৪.০০০০.০০১.২০১৪-৬১২ নম্বর পত্রের সঙ্গে প্রেরিত রাষ্ট্র মালিকাধীন ব্যাংকসমূহের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং ভল্ট রুমের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে গঠিত কমিটির সুপারিশ যথাযথভাবে অনুসরণ ও পরিপালনের নিমিত্ত সকল ব্যবস্থা গ্রহণসহ ভল্ট রুম এবং ক্যাশ কাউন্টার সিসি টিভির আওতায় আনতে হবে;

ঙ) সিসি টিভির ব্যাক আপ এক বছর নিরাপদ স্থানে (উপজেলা/ জেলা শাখায়) সংরক্ষণ করতে হবে;

চ) ক্যাশসহ ব্যাংকের সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আইপি ক্যামেরা/ স্পাই ক্যামেরা DVR স্থাপন নিশ্চিত করতে হবে;

ছ) ফিডার শাখার ভল্ট রুমের নিরাপত্তার জন্য স্বয়ংক্রিয় এলার্ম ব্যবস্থা চালু করতে হবে;

জ) বীমা নিরাপত্তা: বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত ০৫.০৭.২০১৫ তারিখের বিআরপিডি সার্কুলার নং ০৭ এর নির্দেশনা মোতাবেক ভল্টে রক্ষিত অর্থের উপর অনাকাঙ্খিত ঝুঁকি মোকাবেলার নিমিত্ত প্রধান কার্যালয়ের কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগের আওতায় বীমা ব্যবস্থাসহ একটি নিরাপত্তা তহবিল গঠন করতে হবে।

২.৪ ভল্ট লিমিট নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারণ :

ভল্ট লিমিট নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারণ বিষয়ে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে:

১) স্থানীয় মুখ্য কার্যালয় ও কর্পোরেট শাখাসমূহের ক্ষেত্রে মহাব্যবস্থাপক (পরিচালন) এবং অন্যান্য শাখার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জোনের জোনাল ব্যবস্থাপক শাখার ব্যবসায়িক অবস্থা বিবেচনায় প্রয়োজনীয় পরিমাণে ভল্ট লিমিট নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারণ করবেন। নিম্নবর্ণিত বিষয় বিবেচনায় নিয়ে লিমিট নির্ধারণকারী কর্তৃপক্ষ ভল্ট লিমিট নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারণ করবেন:

ক) বিগত ৩ মাসের দৈনিক গড় লেনদেনের পরিমাণ ও নগদ স্থিতি ;

খ) শাখার মৌসুম ভিত্তিক নগদ অর্থের চাহিদা/ প্রয়োজনীয়তা ;

গ) ব্যাংক ভবনের অবকাঠামো;

ঘ) শাখার স্ট্রং রুমের অবস্থা এবং ভল্টের প্রকৃতি, আয়তন ও অবস্থা;

ঙ) ব্যাংক ভবন/শাখার অবস্থান;

চ) শাখা হতে নিকটস্থ থানা/পুলিশ ফাঁড়ির দূরত্ব;

ছ) আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের টহলের অবস্থাসহ নিরাপত্তা ব্যবস্থা;

জ) ভল্ট লিমিট নির্ধারণের ক্ষেত্রে মাসিক ফরেন রেমিটেন্সের অন্তর্মুখী প্রবাহ।

২) উপরোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে নিম্নরূপ মানদন্ডের ভিত্তিতে ভল্ট লিমিট নির্ধারণ/পুন:নির্ধারণ করতে হবে:

ক) তলবী আমানত:

(১) সংশ্লিষ্ট শাখার চলতি আমানতের-১০০%;

(২) সংশ্লিষ্ট শাখার সঞ্চয়ী আমানতের-২০%;

(৩) সংশ্লিষ্ট শাখার স্বল্প মেয়াদী আমানতের-২০%;

(খ) চলতি পুঁজি/ সিসি ঋণের উত্তোলনযোগ্য [মঞ্জুরীকৃত লিমিট (-) উত্তোলনকৃত অংক] স্থিতির-২৫%;

(গ) মাসিক গড় ফরেন রেমিটেন্সের-১০%;

(ঘ) অনলাইনে জমা/ উত্তোলনের ৩ মাসের গড় ঋণাত্মক/ ধনাত্মক পার্থক্যের সংযোজন/ বিয়োজনের-১০০%;

উল্লিখিতভাবে (ক+খ+গ+ঘ) এর মোট অংকের ১০% এর সমপরিমাণ অংক সংশ্লিষ্ট শাখার ভল্ট লিমিট হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে লিমিট নির্ধারণকারী কর্তৃপক্ষ সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে এর যৌক্তিক পরিমাণে হ্রাস করতে পারবেন।

৩) ফিডিং শাখার লিমিট নির্ধারণের ক্ষেত্রে শাখার নিজস্ব ভল্ট লিমিটের সংগে ফিডিংকৃত শাখাসমূহ থেকে প্রাপ্ত এবং ফিডিং শাখায় প্রেরিত বিগত এক বছরের অর্থের নীট পার্থক্যের গড় পরিমাণ বিবেচনায় নিতে হবে।

৪) বার্ষিক ভিত্তিতে ক্যাশ-ইন-ভল্ট লিমিট পুনঃনির্ধারণ করা যাবে। এক্ষেত্রে ফরেন রেমিট্যান্স এর অন্তর্মুখী প্রবাহ, মৌসুম ভিত্তিক ঋণ বিতরণ চাহিদা বিবেচনায় রেখে মৌসুম ভিত্তিক খন্ডকালীন বর্ধিত ভল্ট লিমিট সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ (মহাব্যবস্থাপক পরিচালন ও জোনাল ব্যবস্থাপক) অনুমোদন করবেন। কোন অবস্থাতেই নীতিমালার বাহিরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত লিমিট নির্ধারণ করা যাবে না ।

৫) সঙ্গত বিবেচনায় উল্লিখিত প্রক্রিয়ায় নির্ধারিত অংকের অতিরিক্ত পরিমাণের ভল্ট লিমিট নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনের প্রয়োজন হবে।

৬) অতিরিক্ত তহবিল ধারণের কারণে তারল্য সংকট সৃষ্টি হলে সংশ্লিষ্টদের বিষয়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সমাপ্ত

সংযুক্তি-'ক'

বাংলাদেশ ব্যাংক
ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
প্রধান কার্যালয়,
ঢাকা।

বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-০৩

তারিখঃ ২৭ জানুয়ারী ২০১৪ / ১৪ মাঘ ১৪২০

প্রধান নির্বাহী,
বাংলাদেশে কার্যরত সকল ব্যাংক কোম্পানী ।

প্রিয় মহোদয়,

ব্যাংকসমূহের ভল্টের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।

উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ব্যাংকসমূহের ভল্টে রক্ষিত অর্থের যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিতের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক সময়ে সময়ে নির্দেশনা দিলেও ব্যাংকসমূহ সে সকল নির্দেশনার যথাযথ পরিপালন করছে না। এর ফলে সম্প্রতি ভল্টের নিরাপত্তাবেষ্টনী ধ্বংস করে ব্যাংকের ভল্টে রক্ষিত অর্থ চুরির ঘটনা ঘটেছে। এমতাবস্থায়, ব্যাংক ভল্ট-এর নিরাপত্তার বিষয়টি অধিকতর শক্তিশালী ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলোঃ

ক) কাঠামোগত নিরাপত্তা ও ব্যাংকের ভল্ট-স্পেস বিশেষভাবে সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে ইস্পাতবেষ্টনী নির্মাণসহ ভল্টে সিকিউরিটি টেস্টেড দরজা স্থাপন করতে হবে। মেঝে ও ছাদসহ ভল্টের চারপাশের নির্মিত দেয়ালের নিরাপত্তা প্রদানের বিষয়টি পুর প্রকৌশলী কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে।

খ) প্রযুক্তিগত নিরাপত্তা ও ভল্টের অভ্যন্তরে সিসি টিভি স্থাপনসহ ভল্টে সিকিউরিটি অ্যালার্মের সার্বক্ষণিক ব্যবস্থা রাখতে হবে। ভল্টের সিকিউরিটি সিস্টেমের সাথে ব্যাংকের সেন্ট্রাল ইনফরমেশন সিস্টেমের নিরবিচ্ছিন্নভাবে সংযোগের ব্যবস্থা রাখতে হবে। সকল ভল্টের ভিতর অটোমেটেড ফায়ার এক্সটিংগুইশার স্থাপন করতে হবে।

গ) বীমা নিরাপত্তা ও ভল্টে রক্ষিত সকল অর্থের পূর্ণ বীমা আচ্ছাদন নিশ্চিত করতে হবে।

অনুগ্রহপূর্বক প্রাপ্তি স্বীকার করবেন।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম)
উপ-মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৩০০৯৪

সংযুক্তি-'খ'

website: www.bb.org.bd

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়,
ঢাকা।

বিআরপিডি সার্কুলার নং - ০৭

আষাঢ় ২১, ১৪২২
তারিখঃ .....
জুলাই ০৫, ২০১৫

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

ব্যাংকের শাখাসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে।

ব্যাংকের শাখাসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে বিআরপিডি সার্কুলার লেটার। নং-৩/২০১২, ৩/২০১৪, ১৮/২০১৪, ১৯/২০১৪ ও ৬/২০১৫ জারী করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশনাসমূহ সংযোজন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনপূর্বক সমন্বিত আকারে এই সার্কুলার জারী করা হলোঃ-

(১) ব্যাংক স্থাপনার অধিকতর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ব্যাংক শাখার প্রবেশ পথে, শাখার অভ্যন্তরে, শাখার বাহিরে চতুর্দিকে এবং সকল ধরনের আইটি রুম (IT Room) এ প্রয়োজনীয় সংখ্যক সিসিটিভি/আইপি ক্যামেরা/স্পাই ক্যামেরা স্থাপন করতে হবে যেগুলো ব্যাংকের সেন্ট্রাল ইনফরমেশন নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত থাকবে। সিসিটিভিগুলো যেন সার্বক্ষণিক সচল থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে। সিসিটিভি অপারেশনের জন্য Access Control System চালু করতে হবে। Access Authorization কোন ক্রমেই ডেলিগেট করা যাবে না। নির্ধারিত কর্মকর্তার অনুপস্থিতিকালে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সমমানের অথবা তদূর্ধ্ব পদের কর্মকর্তাকে Access Control এর দায়িত্ব দিতে হবে। সিসিটিভির দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তাদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। ব্যাংক স্থাপনায় ধারণকৃত সকল সিসিটিভি ভিডিও ফুটেজ ধারণের সময় হতে ন্যূনতম এক বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে।

(২) ব্যাংকের সকল শাখায় পর্যায়ক্রমে এন্টি থেফট এলার্ম (Anti Theft Alarm) স্থাপন করতে হবে।

(৩) ব্যাংক ভল্টের নিরাপত্তার বিষয়টি অধিকতর শক্তিশালী ও মজবুত করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ঃ

ক) কাঠামোগত নিরাপত্তা ও রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহ তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও ভল্ট রুমের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অধীনে গঠিত উচ্চ পর্যায়ের কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন (যা উক্ত ব্যাংকসমূহের নিকট ডিসেম্বর ২৩, ২০১৪ তারিখে প্রেরিত) অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। অন্যান্য ব্যাংকসমূহ তাদের ভল্ট স্পেস বিশেষভাবে সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে তাদের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত নীতিমালার আওতায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। মেঝে ও ছাদসহ ভল্টের চারপাশের নির্মিত দেয়ালের অবকাঠামোগত নিরাপত্তার বিষয়টি পুর প্রকৌশলী কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে।

খ) প্রযুক্তিগত নিরাপত্তা ও ভল্টে সিকিউরিটি অ্যালার্মের সার্বক্ষণিক ব্যবস্থা রাখতে হবে। ভল্টের সিকিউরিটি সিস্টেমের সাথে ব্যাংকের সেন্ট্রাল ইনফরমেশন সিস্টেমের নিরবিচ্ছিন্নভাবে সংযোগের ব্যবস্থা রাখতে হবে। ভল্টের অভ্যন্তরে অটোমেটেড ফায়ার এক্সটিংগুইশার স্থাপন করতে হবে।

গ) ভল্টে নগদ অর্থ সংরক্ষণ সীমা ও ভল্টে সীমাতিরিক্ত নগদ অর্থ যেন সংরক্ষণ করা না হয় সে বিষয়ে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে।

ঘ) বীমা নিরাপত্তা ও রাষ্ট্র মালিকানাধীন সোনালী, জনতা, অগ্রণী ও রূপালী ব্যাংককে তাদের ভল্টে রক্ষিত অর্থের উপর অনাকাঙ্খিত ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য পৃথকভাবে তহবিল গঠন করতে হবে এবং অন্যান্য ব্যাংককে তাদের ভল্টে রক্ষিত সকল অর্থের পূর্ণ বীমা আচ্ছাদন নিশ্চিত করতে হবে।

(৪) ব্যাংকের নিরাপত্তা প্রহরী নিয়োগের পূর্বে তার/তাদের ব্যাপারে যথাযথ সকল তথ্য সংগ্রহপূর্বক সংরক্ষণ করতে হবে।

(৫) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে নিরাপত্তার জন্য অধিক সংখ্যক সশস্ত্র নিরাপত্তা প্রহরী নিয়োজিত করতে হবে।

(৬) ব্যাংকের নিরাপত্তায় নিয়োজিত সশস্ত্র নিরাপত্তা প্রহরীদের অস্ত্র চালানোর পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৭) ব্যাংক স্থাপনায় চুরি, ডাকাতিসহ যে কোন ধরনের অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতি মোকাবেলা ও প্রতিরোধের জন্য ত্বড়িৎ পদক্ষেপ হিসেবে প্রতিটি ব্যাংক শাখায় Auto Alerm Systems চালু করতে হবে। উক্ত সিস্টেমস এ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়, নিকটবর্তী থানা ও র্যাব অফিসসহ অন্যান্য ১০টি গুরুত্বপূর্ণ নাম্বারে (হটলাইন) সংযোগ থাকতে হবে।

(৮) ব্যাংক শাখার চারপাশে বসবাসকারী বাসিন্দাদের/অবস্থানকারীদের তথ্য সংগ্রহ করে তা সংশ্লিষ্ট শাখায় সংরক্ষণ করতে হবে এবং তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার মাধ্যমে সামাজিক সম্পর্ক জোরদার করতে হবে।

(৯) সরকারী ও সাপ্তাহিক ছুটির দিনে এবং ব্যাংকের দৈনন্দিন কার্যক্রম শেষ হবার পর রাত্রিকালীন সময়ে আকস্মিক ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট কর্মকর্তা ব্যাংক শাখা পরিদর্শন করবেন।

আপনাদের ব্যাংকের সকল শাখাসমূহে উপরোক্ত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ ও তা নিশ্চিত করার জন্য পরামর্শ দেয়া।

অনুগ্রহপূর্বক প্রাপ্তি স্বীকার করবেন।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(চৌধুরী মোঃ ফিরোজ বিন আলম)
মহাব্যবস্থাপক
ফোন ঃ ৯৫৩০২৫২।